R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই মাঘ বুধবার, ১৩৮৭ সাল
২১শে জানুয়ারী ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

ছুট এবং মজুরি হ্রাসের প্রতিবাদে রেশম শিল্পী আন্দোলন

বিশেষ প্রতিনিধি : খাদি কমিশনের ছুট এবং মজুরি হ্রাস সংক্রান্ত সারকুলারের প্রতিবাদে জঙ্গিপুরের পিয়ারাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতির ১০৬ জন ও বিবেকানন্দ রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘের ৪৩ জন রেশম শিল্পী ১৯ জানুয়ারী থেকে লাগাতার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। মিরজাপুরের রেশম শিল্পীরাও অনুরূপভাবে আন্দোলনে নামবেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। খাদি কমিশনের ওই সারকুলারে ছুট (ওয়েসটেজ) কেজিতে ৬০ গ্রামের জায়গায় ২০ গ্রাম এবং মূল্য নির্ধারণ তালিকা অনুযায়ী মজুরি (বাণী) হ্রাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সারকুলারটি কার্যকর হয়েছে এ বছর জানুয়ারী থেকে। শিল্পীদের আন্দোলন তারই প্রতিবাদে। উপরোক্ত সমিতি দুটির তরফ থেকে সত্যনারায়ণ চৌবে ও হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শিল্পীদের এই আন্দোলনের ফলে রেশম শিল্পে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯ জানুয়ারী থেকে উৎপাদন পুরো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই সারকুলারে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন গরদ উৎপাদনকারী শিল্পীরা। তাই তাঁরা দাবি জানিয়েছেন, নতুন সারকুলার বাতিল করে পুরনো ব্যবস্থা বহাল রাখতে। এই দাবিতে তাঁরা অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন। এবং খাদি কমিশন থেকে অপসারণের দাবিতে মূল্য নির্ধারণ কমিটির আহ্বায়ক ভগবানদাস সারদার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন পিয়ারাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতির সামনে। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২৯; তার মধ্যে শিল্পী ১০৬ জন। মূলধন ১৪ লক্ষ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রহারের প্রতিবাদে বাস ধর্মঘট

সাগরদীঘি, ২১ জানুয়ারী—বৃহস্পতিবার বারবেলায় এই থানার ছামুগ্রামে রঘুনাথগঞ্জ—কান্দী ভায়া সাগরদীঘি রুটের একটি বাসের কনডাক্টারকে প্রহারের প্রতিবাদে ওই দিন এবং তারপরের দিন এস এম জি আর রোডে প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয়। এর ফলে বহু যাত্রীর হয়রানির একশেষ হয়। জানা যায়, ওই বাসে একজন গ্রামবাসী কিছু মাল নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তিনি ভাড়া দিতে না পারায় মাল আটক করা হয়। পরে ভাড়া নিয়ে মাল ফেরত দেওয়া হয়। তখন কম মাল ফেরত দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে এক শ্রেণীর যাত্রী গণ্ডগোল পাকায় এবং কনডাকটারকে প্রহার করে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সমস্ত বাস ঘটনাস্থলে একত্রিত হয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ এবং প্রতিকারের দাবিতে ধর্মঘট পালন করে। পুলিশের কাছ থেকে প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ২৪ ঘণ্টা পর ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলে লাগাতার বাস ধর্মঘট শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

গম চাষের এলাকা কমেছে, সরষে বেড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ জানুয়ারী—চলতি রবি মরশুমে জঙ্গিপুর মহকুমায় গম চাষের এলাকা অন্যান্য বছরের তুলনায় কমেছে। তুলনামূলকভাবে রাই সরষে চাষের এলাকা অনেক বেড়েছে। এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়েছেন মহকুমা কৃষি আধিকারিক রমানাথ চন্দ। তিনি জানিয়েছেন, গম, রাই সরষে, ছোলা ও মসুর চাষ হয়েছে যথাক্রমে ৩০৭৬০, ১১৩৫০, ১৩২০০ ও ১০৮০০ একরে। গম চাষের এলাকা কমেছে গত বছরের তুলনায় পঁচিশ শতাংশ। জানুয়ারীর পয়লা থেকে গম ও বোরো ধানে ময়ুরাক্ষীর সেচের জল দেওয়া শুরু হয়েছে সুতি—১, সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ—১নং ব্লকে। সরষে এবং ডালে রোগপোকা দমনে সরকারের তরফ থেকে এ বছর অর্ধেক দামে ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে। মহকুমার ৫৫০ হেকটর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রামীণ বাংলা ৮০ মেলা

আধুনিক কৃষিযন্ত্রপাতি ও উন্নতপ্রথায় চাষবাসের নতুন তথ্য ও তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এবার কলকাতা ময়দানে সম্প্রতি গ্রামীণ বাংলা ৮০ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় কৃষি প্রযুক্তি বিদ্যার সর্বাধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ মণ্ডপ হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের। এই মণ্ডপে বিভিন্ন প্যানেলের মাধ্যমে বিপণন বিভাগের আঞ্চলিক অফিস-সমূহ, বিভিন্ন সারকারখানা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র থেকে সার উৎপাদন ও সার সরবরাহ ব্যবস্থা, কৃষক প্রশিক্ষণ, সার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবন বীমার প্রকল্প

ভারতের জীবন বীমা সংস্থা জঙ্গিপুর পুরসভার রঘুনাথগঞ্জ শহর এলাকায় 'বাড়ির মালিক হোন' (ওন ইওর হোম) এবং সম্পত্তি বন্ধকী (প্রপারটি মরটগেজ) প্রকল্প নামে দুটি প্রকল্প সম্প্রসারিত করেছেন দ্রুত কার্যকরের জন্য। জঙ্গিপুর পুরসভার সভাপতিকে লেখা করপোরেশনের বহরমপুর শাখা অফিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের একটি চিঠি থেকে এ খবর জানা গেছে।

বিদ্যুৎ : ক্ষোভ

রঘুনাথগঞ্জ, ২১ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর থেকে কোন ষ্টেশন সুপারিনটেনডেণ্ট না থাকায় কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকরা বিভিন্ন বিষয়ে অভাব-অভিযোগ জানাতে এসে হয়রান হচ্ছেন। টাকা জমা দিয়েও নতুন গ্রাহকরা কানেকসন্ পাচ্ছেন না। ধুলিয়ানের ষ্টেশন সুপারিনটেনডেণ্ট মাঝে মধ্যে এসে ঠেকা দিচ্ছেন। সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েছেন জঙ্গিপুর শহরের গ্রাহকরা। সেখানে কোন স্থায়ী অফিস না থাকায় কল অফিসে সপ্তাহে দু'দিন করে বিল কালেকসন করা হচ্ছে। অসুবিধার কথা স্থানীয় কর্মচারীদের জানিয়েও কোন ফল না হওয়ায় শহরের নাগরিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ষ্টেশন বৈদ্যুতিকীকরণ

সাগরদীঘি, ২১ জানুয়ারী—দীর্ঘ সাত বছর পর আজ সাগরদীঘি রেল ষ্টেশনে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটানো হয়। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রক একই সঙ্গে ধুলিয়ান গঙ্গা ও সাগরদীঘি ষ্টেশন বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্প মঞ্জুর করেন। কিন্তু ওয়ারক অরডারের অভাবে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বোমা উদ্ধার, ধৃত ১

অরঙ্গাবাদ, ২১ জানুয়ারী—সম্প্রতি সুতি থানার আহিরণ গ্রামের আনোয়ার সেখ পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বোমার ঘায়ে ওই গ্রামের গোলাম মোস্তফাকে ঘায়েল করে। পুলিশ ঐ ঘটনার সূত্র ধরে গ্রামে তল্লাসি চালিয়ে একটি বাড়ী থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার ও একজনকে গ্রেপ্তার করে। আহত গোলাম

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই মাঘ বুধবার, ১৩৮৭

নাকের বদলে নরুন ?

সাধারণতঃ রেশনে বা খয়রাতি সাহায্যে যে চাউল বা গম সরবরাহ করা হইয়া থাকে তাহা খাইয়া অনেকেই কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন অথবা জীবনপাত করিয়া থাকেন। সপ্তাহের যে স্বল্প কয়েকটি দিনই হউক না কেন, তাহা যথার্থই খাদ্য কিনা অথবা খাদ্য হিসাবে আদৌ ছাড়পত্র লাভের যোগ্য কিনা—তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য এই দুর্ভাগা দেশে তেমন কোন ব্যবস্থা বোধ হয় নাই কিংবা তেমন কোন পদের সৃষ্টি হয় নাই। রেশনের বা খয়রাতির খাদ্য সরবরাহের আগেই যদি মহকুমা খাদ্য নিয়ামক অথবা কোন আঞ্চলিক পরিদর্শকগণের উপর নির্দেশ থাকিত যে সপ্তাহের এ্যালোটমেন্টের খাদ্যবস্তু সরবরাহের পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তবেই তাহার বিল-বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভোক্তা জনসাধারণ তাহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারিতেন—আর যাহাই হউক তাহাদের ভোগ্যবস্তুর দুর্ভোগের ভোগ কিছুটা লাঘব হইতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি খয়রাতি সাহায্য খাতে বিলিকৃত অখাদ্য গমের একটি খবর আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ঘটনাটি ঘটিয়াছে দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুজাপুরে। গমের বদলে খয়রাতি সাহায্য হিসাবে আটা বিলি করা হইয়াছে। আর এই আটা নাকি একপ্রকার অখাদ্য বস্তু। মানুষের খাবারের অনুপযুক্ত। ইতোপূর্বে নাকি এখানের এই ডিলারের বিরুদ্ধেও বহু অভিযোগ গ্রামবাসিগণ করিয়াছেন। খয়রাতি বলিয়া কি অখাদ্য খাওয়াইতে হইবে? মানুষের দারিদ্র্য লইয়া এমন নেতুয়া খেলা, অসহায়তার সুযোগ লইয়া মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন—সত্যই দুর্ভাগ্যজনক। স্বাধীন দেশের মানুষের এই কি স্বাধীনতা আস্বাদনের নমুনা? খয়রাতি খাতের প্রদত্ত নিকৃষ্ট আটা লইয়া গ্রামের গরীব অসহায় মানুষগুলি যখন ঘরে আসিয়া দাওয়াই-এর পাশে বসিয়া সেইগুলি সেঁকিবে—তারপর হয়তো তাহার দু'এক টুকরা মুখের মধ্যে গুজিবে—অথচ গলধঃকরণ করিতে পারিবে না—তখন হয়তো সেই মুহূর্তে তাহারা উর্দ্ধপানে চাহিয়া নীরব অশ্রুপাতে নীরব ফরিয়াদ জানাইবে দারিদ্র্যের ভগবানের নিকটে। তাহারা জানিবে না—বঞ্চিতের এই বেদনাকে বিচারের আশায় কাহার নিকট পেশ করিবে। ক্ষুধার যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর তাহাদের গত্যন্তর থাকিবে না। মানুষের কর্ণে অর্থাৎ বদান্যকারীদের কর্ণকুহরে তাহা পৌঁছিবে কি? ইহারা জানেন না, বুঝিতে পারেন না—কেন এই অখাদ্য খাদ্য এখানে হাজার হাজার অনাহারক্লিষ্ট মানুষের পাতে তুলিয়া দেওয়া হয়? খয়রাতি বলিয়া কি খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকিবে না? মনে রাখা প্রয়োজন—বিচারক আছেন। এই সব নীতি বাক্য বলিয়া তাহাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করিবে না। কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন সে কথা সহজেই শ্রুত হইবে।

কর্তৃপক্ষের নিকট জনতার বিনীত অনুরোধ—খয়রাতির নামে নিকৃষ্ট অখাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা বন্ধ করুন। ক্ষুধাপীড়িত মানুষদের জোর করিয়া আটা গছাইয়া তাহাদের মুখে অখাদ্য তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের জীবন-যন্ত্রণাকে আর বাড়াইয়া তুলিবেন না। নাকের বদলে নরুন দিলে দুঃস্থ মানুষের দল কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সংবাদপত্র ও এজেন্ট

গত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮০ তারিখে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'সংবাদপত্র ও এজেন্ট' শিরোনামায় শ্রীনন্দকিশোর মুন্দ্রার লিখিত চিঠি পড়ে কিছু তথ্য প্রকাশ করছি। চিঠিটি পড়ে আমার যতদূর মনে হলো শ্রীমুন্দ্রার অভিযোগ মূলতঃ আমার কর্মচারী সুধীরকুমার দাসের বিরুদ্ধে। শ্রীদাস দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা করে এই শহরে গ্রাহকগণের বাড়ীতে বাড়ীতে খবরের কাগজ পৌঁছে দিয়ে আসছে এবং মাস শেষে তাঁদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করে নিয়ে আসছে। এই দীর্ঘ সময়ে তার যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় নাই এ কথা আমি নিশ্চয়ই বলি না। তবে মানুষের সেবা যেভাবে করে এসেছে তা স্মরণ করে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রাহকগণ ক্ষমা করবেন এটাই স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করি। যাই হোক তবুও এই সুযোগে তার এবং নিজের তরফ থেকে অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য গ্রাহকগণের নিকট মার্জ্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আমার এজেন্সী সম্পর্কে শ্রীদাসের হিসেবপত্রের ভুলভ্রান্তির মাশুল যদি সত্যি সত্যিই কেউ দিয়ে থাকেন তাঁকে আমি সানন্দে আহ্বান জানাচ্ছি যেন তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, আমি সাধ্যমত তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবো এ প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি। আমার সুদীর্ঘ এজেন্সী জীবনে কারো কোন অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিনি বা করার চেষ্টা করিনি এরূপ ঘটনা বিরল এ কথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি। কোম্পানীর দোষে যদি কোন বাসি কাগজ এসেও থাকে তা জোর করে গ্রাহকগণের উপর চাপিয়ে দিবার নির্দেশ আমি কোনদিনই আমার হকারদের দিই নাই একথাও আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি। প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ও জনসাধারণকে আমি পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে একমাত্র যুগান্তর, অমৃতবাজার, বসুমতী, ষ্টেটসম্যান, সত্যযুগ ও আনন্দবাজার গ্রুপের পত্র-পত্রিকা ছাড়া আমার অন্য কোন 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক' পত্রিকার এজেন্সী নাই। তবে সুধীরকুমার দাসের নিজস্ব কতকগুলি পত্র-পত্রিকার এজেন্সী আছে—যথা কমপিটিশন মাষ্টার, ক্যারিয়র ডাইজেষ্ট, নবকল্লোল, পরিবর্তন, ব্লিজ, প্রসাদ, খেলার আসর, খেলার কথা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট গেজেট, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি। এই সব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই বা কোন দায়দায়িত্ব নাই। আমার এজেন্সী সম্পর্কে পত্রলেখক একটি মন্তব্য করেছেন—'বিভিন্ন কায়দা-কানুন ও সমস্ত রকম অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এজেন্ট হতে না পারেন।' তার এই মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝলাম না। কোন স্থানে কোন এজেন্ট নিয়োগ করা বা না করার পূর্ণ অধিকার সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের, সেখানে আমার কোন কায়দা-কানুন বা অস্ত্র প্রয়োগের প্রশ্নই উঠে না। এ সম্পর্কে পলিসি নির্দ্ধারণ তাঁরাই করে থাকেন। কাজেই যদি কেউ এখানে দ্বিতীয় এজেন্সী নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে তার জন্য আমাকে দোষারোপ করা নিরর্থক। সব কিছু এজেন্সীর ব্যাপারের সঙ্গে একটা বিশেষ এলাকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে এবং সেখানে এজেন্ট নন এমন কারো অনুপ্রবেশ ব্যবসায়িক রীতিনীতি বিরুদ্ধ। কাজেই আমি যখন এই শহরাঞ্চলে এখন পর্যন্ত একমাত্র এজেন্ট তখন এখানে অন্য গলিপথে কাগজ এনে বিক্রী করা নিশ্চয়ই শোভন নয়। তবে কাগজ কার কাছে নিবেন—কোম্পানীর বিধিসম্মত নির্ভরযোগ্য এজেন্টের কাছে না অন্য কোন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর কাছে—সেটা সম্পূর্ণভাবে গ্রাহকগণের ইচ্ছাধীন এবং তাঁরাই এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমার বলার কিছু নেই। —গঙ্গাধর সিংহরায়, রঘুনাথগঞ্জ।

চিনি আটক প্রসঙ্গে

১০—১৭ ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'চিনি আটক ও উদ্ধার' শীর্ষক সংবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'অমরজ্যোতি' ক্লাবের উদ্যোগে ঐ চিনি আটক ও বন্টন করা হয়েছে। এটা আদৌ সত্য নয়। একটি যুব সংগঠনের তৎপরতায় ও তাদের হস্তক্ষেপে ঐ চিনি উদ্ধার ও বন্টন করা হয়। —শঙ্কর হালদার ও সত্যজিৎ বালা, যুগ্ম সম্পাদক, অমরজ্যোতি ক্লাব, রঘুনাথগঞ্জ।

ভলিবল প্রতিযোগিতা

বীরভূম জেলা ভলিবল এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় রামপুরহাটে আগামী ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারী মায়ারাণী গুঁই ও চিত্তরঞ্জন মুখারজি স্মৃতি শীল্ডের দুই দিনের ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিশ্বনাথ গুঁই, সাধারণ সম্পাদক, বীরভূম জেলা ভলিবল এ্যাসোসিয়েশন, পোঃ রামপুরহাট (বীরভূম) ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। —প্রাপ্ত

নাটক প্রতিযোগিতা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৫ জানুয়ারী—ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশান ক্লাব আয়োজিত নাটক প্রতিযোগিতা ৬—১৩ জানুয়ারী বিপুল উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। মোট ১৪টি নাট্য সংস্থা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার লাভ করে বহরমপুরের 'ছান্দিক' নাট্যগোষ্ঠী 'হইতে সাবধান' নাটকের জন্য। ঐ নাটকের পরিচালক কিশলয় সেনগুপ্ত শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ করেন। দার্জিলিং-এর 'প্রগতি নাট্য সংস্থা'র ভাস্কর দাশগুপ্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হন। শেষদিন প্রতিযোগিতার পর অন্যতম বিচারক অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল পরিচালিত ও অভিনীত 'রাজযোটক' নাটকটি দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেয়। প্রতিদিন নাটকগুলি দেখার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটে।

শতবর্ষে পরলোকগমন

অরঙ্গাবাদ, ১৮ জানুয়ারী—আহিরণ গ্রামের দানশীলা রমণী হেমাঙ্গিনী দাস একশো বছর বয়সে ২২ পৌষ তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি আহিরণ গ্রামের প্রতিষ্ঠাত্রী ও বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ছয় পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

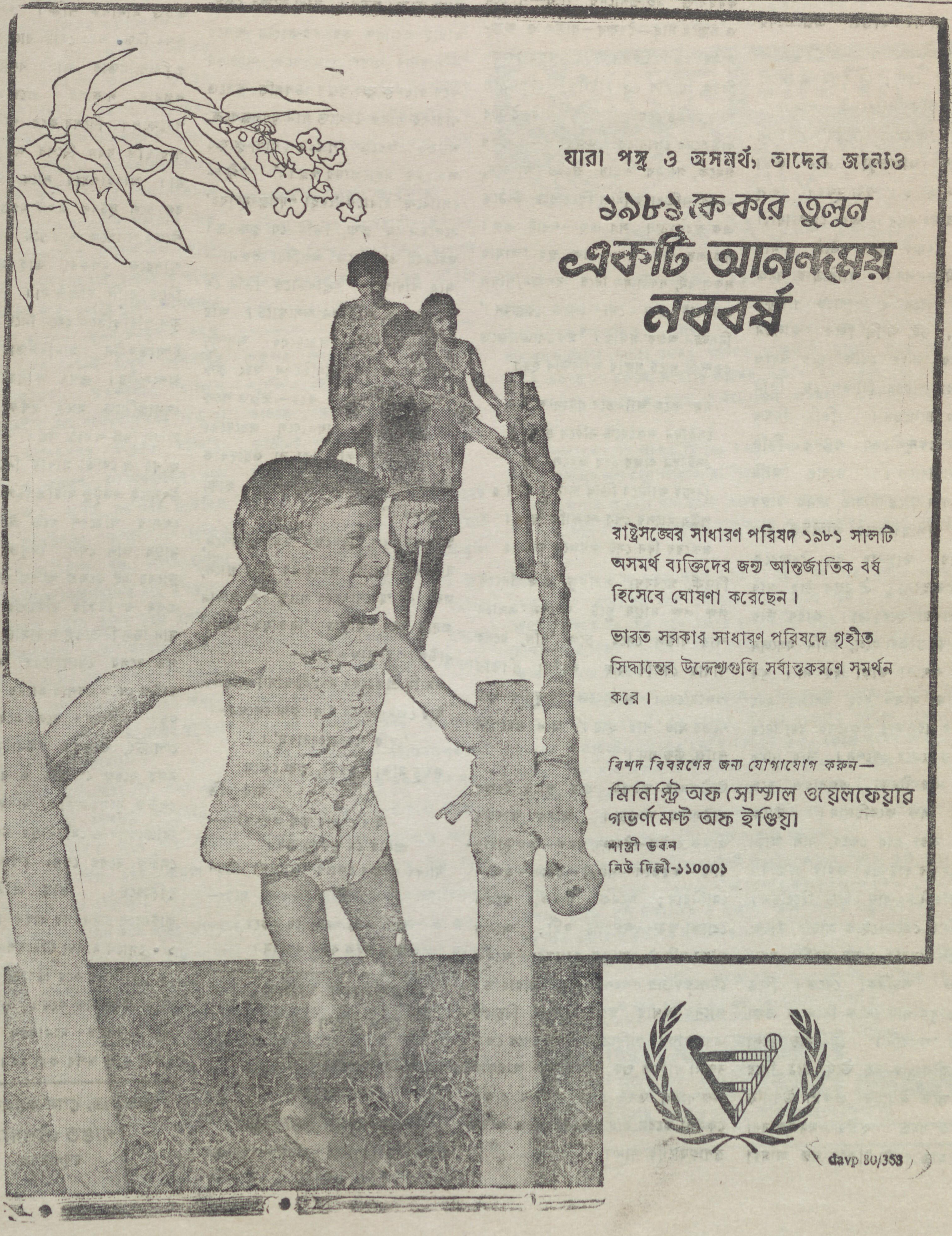

জয়দেব মেলা/নিকষিত হেম

তাপস রায়

সেদিন অতীতের 'কামমোটি'র প্রান্তদেশগুলিতে সবাই চাইছিল প্রখর সূর্য্যতাপ। গত দিনে; পৌষের সংক্রান্তি পূর্ব দিনে তাপমাত্রা নিম্নাঙ্কে ছিল। কিন্তু অজয়-গঙ্গায় স্নানের আকাঙ্ক্ষা ছিল উর্দ্ধাঙ্কে। সুতরাং জয় জয়দেব বলে প্রত্যুষেই যাত্রা হলো শুরু। মুরারই থেকে সিউড়ি যাওয়ার বাস্ দু'মিনিট আগে ছেড়ে গেলেও, আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসের যথারীতি দেরীতে আসার দৌলতে সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনে চেপে, বোলপুর এ নেমে, ষ্টেশনের বাইরে আসতেই বাস্ কনডাক্টরদের 'জয়দেব—জয়দেব' কোরাস এক অপূর্ব ভাবানুভূতি এনে দিল। আকাশ নীল আর সূর্য্য মুখর। বাস্ সোজা জয়দেব যাবে। এক গেরুয়াধারী বয়োঃবৃদ্ধ বৈষ্ণব বাসে উঠে আমার পাশেই দাঁড়ালেন। দারিদ্র্যের সমস্ত চিহ্ন তাঁর শরীরে ও পোষাকে পরিস্ফুট থাকলেও, দুই আঁখি ঘিরে কালঞ্জন আর তার ভিতর থেকে দূরে উধাও দৃষ্টি আরো পরিচয় দিচ্ছিল যে, তিনি অভিসারে চলেছেন। তিনি নিশ্চয় ভেবেছেন কেন্দুলীতেই পাবেন তিনি তাঁর আরাধ্যকে। ভাবছি 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।' ইলামবাজারে আসতেই বাস কনডাক্টরের তাড়নায় বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে নেমে যেতে হলো। ঐ বাসে তাঁর আর জয়দেব যাওয়া হলো না। কারণ তাঁর কাছে ভাড়া চাওয়া হলে, তিনি বললেন —আমি কখনো ভাড়া দিই না। খুব সরল শান্ত, সংযত হয়ে বললেন এবং ততোধিক সরলতার প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাস থেকে নেমে গেলেন। তাঁর দৃষ্টির সারল্য, উদাসীনতা একবারও মুছে যাইনি; লক্ষ করেছিলাম। তাঁকে অপমান করা হবে ভেবে, বাস ভাড়া মিটিয়ে দেবার দায়-গ্রহণ করার প্রস্তাবও দিতে পারিনি। বাস ছেড়ে দিয়েছিল। বাস থামিয়ে, ডেকে-হেঁকে আবার তাঁকে বাসে তুলে নেবার সাহস হয়নি; মধ্যবিত্তসুলভ অহমিকা থেকে। কিন্তু লজ্জার চাবুকাঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও পারিনি। যে মানুষগুলো আত্মকেন্দ্রীকতার বহু উর্দ্ধে উঠে গিয়ে সমস্ত বস্তুতে ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করেন ও সমগ্র সৃষ্টির মঙ্গলকামনা করেন; মাত্র একটা টাকার জন্য আমরা তাঁকে সান্নিধ্যচ্যুত করতে পারলাম। পারলাম না তাঁর বয়সের কষ্ট লাঘব করার ব্যবস্থা করতে। হায়! লজ্জা। হায়! লজ্জা। চলো গুপ্তবৃন্দাবন। 'দেখবি যদি চল রে মন জয়দেব ধাম গুপ্তবৃন্দাবন/সেথা ভক্তিরসের বইছে জোয়ার—তাতে ভাসেন কত মহাজন।' শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দির, শ্রীশ্রীকুশেশ্বর শিবের মন্দির, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের মন্দির, কদম্বখণ্ডি মহাশ্মশানের পূর্বে—পশ্চিমে ও উত্তরে সাধু—বৈষ্ণব—বাউল ও ভক্তগণের মহাসম্মেলন। বাজারের বিকিকিনি, যাত্রীর হাঁকাহাঁকি, ঠেলাঠেলি ভিড়, প্রচারের হল্লোর; আর বৈষ্ণব বাউলদের পোষাকে—অঙ্গরাগে—থমকের গমকে, গানের কথায় সুরের আবেগে, মনের অভিসারে মিশে গিয়ে হয়ে উঠেছে এক সুরসমুদ্র। সব এক—সবাই এক। সকলের এক কথা—এক সুর 'আমার সকল ধর্ম, সকল ধন দিয়ে বিসর্জ্জন/পাগল হয়ে ধাই যেন গো পেতে কৃষ্ণধন।' বিসর্জ্জন অজয় গঙ্গায়। মকরসংক্রান্তিতে কেন্দুলী ঘাটে গঙ্গার আবির্ভাব হয়।

> গঙ্গা কহে আবির্ভাব হইবে আমার।
> সেইদিন অজয়েতে বহিবে জুয়ার ॥
> সেইদিন অজয় হবে কমলের বন।
> নিশ্চয় জানিবে তিথি আমার গমন ॥
> পউষ মাসের শেষ সংক্রান্তি দিনে।
> মকরের দিন সেই জগজনে জানে ॥

বিতর্ক, গবেষণা সবকিছু সঙ্গে নিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসেন এখানে আর বাউল গেয়ে চলে 'সখি, রসের পাথার দেখবি যদি কাটগা সাঁতার অজয়ে/সেথা আঠাংতে কেন্দুলীর ঘাট সতের ঘাট পার হয়ে।' স্নান সমাপনে শান্তি, উদ্দীপন।

উদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে আছে বৈষ্ণব বাউলদের আখড়া। অনেক আখড়', অনেক বাউল—বৈষ্ণব, থমক—একতারা—বাঁশী—করতাল—খঞ্জনী—খোল—হারমোনিয়াম; অনেক মাইক, অনেক শ্রোতা-ভক্ত—অনুরাগী কর্মী; অনেক সাধন-সঙ্গিনী; অনেক ক্যামেরা—অনেক টেপরেকর্ডার। সারাদিন, সারারাত। গানের কথার সুরে, বৃষ্টিতে, বিদ্যুতে একাকার। পরিচয়ের পালা সেরে কেউ বন্দনা গাইতে শুরু করলে অন্য আখড়ায় অন্য বাউল তখন প্রেম সাধনায় ব্যস্ত। কেউবা করেন ধাম মহিমা কেউবা করেন রূপানুরাগের গান। কত গান। কত রূপ। বৈচিত্র্যতার মধ্যে দিয়ে সকল পথেরই এক ঠিকানা —চিরন্তন আবেদন 'শ্যামের বাঁশিটি—মীরার বীণাটি, একই সুরে ছিল সাধা/রাধা! পরজন্মে হইও রাধা।' 'সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের যুগলতত্ত্বের মতে পুরুষমাত্রেই কৃষ্ণস্বরূপ আর নারীমাত্রেই রাধাবিগ্রহ—প্রেমরস উপভোগের অতি প্রায়ে নর নারীর রূপকে আশ্রয় করে প্রকট হয়ে আছেন রাধাকৃষ্ণ। সুতরাং নর-নারীর বহিঃরূপের ভিতরে বিরাজ করে রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমধারাই প্রবাহিত হয় নর-নারীর অন্তরে —সাধনার দ্বারা বাহ্যরূপকে অতিক্রম করে রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেই সাধক দেখতে পান যুগলরূপকে, অনুভব করতে পারেন রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহাপ্রেমের স্বরূপ।' "গীতগোবিন্দে' রাধাকে 'দেহী পদপল্লবমুদারম' বলেছেন যে কৃষ্ণ, তিনি যে কৃষ্ণস্বরূপ জয়দেবই তা বুঝতে অসুবিধা হয় না—আর রাধাস্বরূপ পদ্মাবতীকে তিনি সে কথা বলতে পারতেন অসঙ্কোচে। আর কিংবদন্তী আছে—জয়দেবের অসম্পূর্ণ পাদপূরণ করতে এসেছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ জয়দেবের রূপ ধারণ করে—প্রকৃত পক্ষে তা পদ্মাবতীর সাধনাবলে জয়দেবের কৃষ্ণস্বরূপকে উপলব্ধি করা বা জয়দেবকে কৃষ্ণজ্ঞান করারই রূপক কাহিনী ছাড়া কিছু নয়।"

শ্যাম বঙ্গদেশে, দিগন্তের তমাল-বিপিনে, মকরস ক্রান্তিতে, জয়দেবের জন্ম গ্রামে, জয়দেবের স্মরণোৎসবে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হয়ে দাঁড়ায় 'নিকষিত হেম।' বাউল তাই আজও গায়—

> নমামি শ্রীজয়দেব নমঃ গীতগোবিন্দম্—
> যাঁর প্রেম-ডোরে বাঁধা কৃষ্ণ লেখেন—
> 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'।
> জয়তু মাতা পদ্মবতী, কৃষ্ণ প্রেমে
> যাঁর রতি
> যাঁর সেবায় তৃপ্ত জগৎপতি—
> প্রসীদ মে পুরুষোত্তম।
> যাঁদের ভক্তির জোরে মা গঙ্গা এলেন
> ঘরে—
> স্নান করে সব পৌষ মকরে,
> পড়ে রইল বরুন নরাধম।

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

খেলার খবর

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জ স্কুল মাঠে দ্বিতীয় বড় ফুটবলের আসর সাফল্যের সঙ্গে হয়েছে। স্থানীয় ও বহিরাগত দল সমন্বয়ে ঘেরামাঠে প্রায় এক মাস ধরে নক আউট পদ্ধতিতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে খেলাগুলি পরিচালনা করেন বিবেকানন্দ ক্লাব। রঘুনাথগঞ্জ শহরে ক্লাবগুলির এ ধরনের খেলার আয়োজন করার একমাত্র মূলধন হল অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতার সাথে প্রচণ্ড মানসিক শক্তি। সম্পূর্ণ চাঁদার উপর নির্ভর করে মোটা বাজেটের ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসানোর পরিকল্পনায় সাহসের প্রয়োজন প্রতি পদক্ষেপে। বিশেষ করে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি যখন বিশেষ অনুকূলে থাকে না। আবহাওয়ার সাথে তাল রেখে বলা চলে ফুটবল একটি মরশুমী খেলা। শীতের আমেজে বেমরশুমে বড় ফুটবলের আসরকে দর্শকরা তাই মনে প্রাণে নিতে রাজি হচ্ছিল না। তবুও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে কিছু তরুণের ইস্পাতকঠিন মানসিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলাগুলিতে মাঠে দর্শক উপস্থিতির সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প। সম্ভাব্য বিরাট ঋণের যে বোঝা মাথায় নিয়েও তাদের উৎসাহে এতটুকু ঘাটতি ছিল না। শহরে খেলার পরিবেশ গড়ে উঠুক, স্থানীয় মানুষ ভাল খেলা দেখুক বিবেকানন্দ ক্লাবের এই উদ্দেশ্য অংশত সফল হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলাগুলির মান ছিল নিতান্তই সাদামাটা। বহিরাগত দলের যোগদানের ফলে তৃতীয় রাউণ্ড থেকে খেলার মানের যথেষ্ট উন্নতি হয়। বহিরাগত দলের মধ্যে সুতরাগড় স্পোর্টিং, ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেড, চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ও বয়েজ এ্যাথেলেটিক, যুগেরপ্রতীক, মালদা ইরিগেশন রিক্রিয়েশন ও মেদিনীপুর টাউন এ্যাথলেটিক দলের খেলা দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ ফাইনালে চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে মালদা ইরিগেশন রিক্রিয়েশনকে পরাজিত করে শ্রীশচন্দ্র মেমোরিয়াল রানিং শীল্ড লাভ করে। প্রতিযোগিতায় বিজিত দলকে মনোরঞ্জন মেমেরিয়াল রানিং কাপ অর্পণ করা হয়।

খাতাপত্র, পেন-কালির মেলা
পণ্ডিত ষ্টেশনার্স
রঘুনাথগঞ্জ

অতীত যাঁর সৃষ্টিশীল

কুনালকান্তি দে

একটা গোটা মানুষ। এই জনপদের মানুষেরা যাঁকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রশাসক হিসেবেই চিনতেন, অথচ তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার দ্বিতীয় পৃথিবীর খবর জানতেন না; সবার অলক্ষ্যে তাঁর উজ্জ্বল জীবনের ভারী দিকটার মূল্যায়ন করার সুযোগ না দিয়েই পাড়ি দিলেন অমরলোকে।

আভিধানিক নয়, আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন একজন আবিষ্কারক। রসায়ন বিজ্ঞানী বললেও ঠিকই বলা হয়। এশিয়া মহাদেশের এককালের বৃহত্তম বাঙালী প্রতিষ্ঠান ও রসায়নাগারের অন্যতম কর্মী হিসেবে আলকাতরার জলানি থেকে সংগৃহীত পদার্থের সঙ্গে ঘন সালফিউরিক এ্যাসিড এবং পর্যায়ক্রমে পটাসিয়াম বাইক্রোমেট ও পাতন পদ্ধতির দ্বারা ধবধবে সাদা ন্যাপথলিন তৈরী করেন। নূতন ফরমূলায় সমগ্র ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম ন্যাপথলিন আবিষ্কারক। তৎকালীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাগারের কর্তারা এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্তৃপক্ষকে। খ্যাতি, যশ সবই জুটেছিল ঐ প্রতিষ্ঠানের কপালে। ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড় বলেই সেদিন নবীন ক্ষুদে বৈজ্ঞানিকের নাম ঝাঁঝালো গ্যাসের তলায় চাপা পড়ে গেছিল। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুভেচ্ছাও এসেছিল। সৃষ্টির উন্মাদনায় যুবক একদিন এমনিভাবেই হঠাৎ তৈরী করলেন 'ইথার'। এবারেও কৃতিত্বের দাবিদার হলেন ঐ প্রতিষ্ঠান।

কোন লিখিত তথ্য বা এমন কোন প্রমাণ উনি দেখাতে পারেননি এই সৃষ্টির সমর্থনে। তবে যার উজ্জ্বলে তিনি উদ্ভাসিত সেই প্রমাণ তাঁর জীবনের চরম স্বীকৃতি।

কলকাতার টাউন হলে সাদা চামড়ার সাহেবদের হাত থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একমাত্র বাঙালী গ্রহণ করেছিলেন ১০ ভরি সোনার মেডেল এবং ২০০ টাকা মাসিক ভাতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

এক সময় স্থানীয় বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর সৃষ্টি 'দুই পদার্থ' নিয়ে ঝড় উঠে; সন্দিহান হ'ন অনেকেই। তাঁদের সন্দেহ দূর করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। যশের প্রচার, খ্যাতি বা সৌখিন প্রীতি যদি থাকত তাহলে বেঙ্গল কেমিক্যালে থাকাকালীনই পদ্মশ্রীর মত জাতীয় খেতাব উনি আদায় করতে পারতেন।

সারাটা জীবন একজন ছাত্র হয়েই কাটাতে চেয়েছিলেন বলেই ছাত্র স্বার্থে বুক ব্যাঙ্ক গড়েছিলেন। গোধূলি বেলায় স্তূপীকৃত বইয়ের মধ্যে ডুব থাকতেন। অবসর জীবনে বিচিত্র উপাদানে তৈরী করেছেন। পেনের কালি, সাবান এবং সার। ব্যবসাও করেছেন এই নিয়ে।

একজন সৃষ্টিশীল উর্বর মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সমাজব্যাপক সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছে একথা ধ্রুব সত্য। মহাকাল হয়ত তাঁকেই দায়ী করেছেন বলেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর মাটিতে চির বিদায় নিলেন। স্থানীয় জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জগদানন্দ দত্ত—ছাত্রদের ভাষায় যিনি ছিলেন রসায়নের জাহাজ, অধ্যাপকদের ভাষায় শিক্ষাবিদ্ এবং সমালোচকদের চোখে একজন ক্ষুদে বিজ্ঞানী যিনি নাকি জাদু জানতেন। নির্বাচনে নির্বাচকের আঙুলের কালি মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন; অথচ তাঁকে দিয়ে সৃষ্টিমূলক বহু কাজ করা যেত। কিন্তু কেন তা হল না কে জানে!

গ্রামে চুরি-ডাকাতি

সাগরদীঘি, ২১ জানুয়ারী—এই থানার গ্রামাঞ্চলে চুরি-ডাকাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি বালাগাছি গ্রামে এই এলাকার সবচেয়ে বড় ডাকাতির ঘটনা ঘটার পর আরো চুরি-ডাকাতির খবর এসেছে। জানা গেছে, ১৩ জানুয়ারী খেরুর গ্রামের শ্রীপতি সাহার বাড়ীতে একটি ডাকাতির ঘটনায় প্রায় চার হাজার টাকা লুঠ হয়েছে। ডাকাতদল এখানেও বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি করেছে বলে প্রকাশ। এ ছাড়াও একাধিক গ্রাম থেকে চুরির উৎপাতের খবর আসছে। গ্রামবাসীরা জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

জঙ্গিপুর, ১৮ জানুয়ারী—গত ১০ জানুয়ারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবের ১১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

পুকুরে যুবতীর মৃতদেহ

সাগরদীঘি, ১৮ জানুয়ারী—একটি হারানো সাইকেলের খোঁজ করতে গিয়ে বন্যাড়ের গ্রামবাসীরা ইংরেজি বছরের প্রথম দিনে গ্রামের একটি পুকুর থেকে এক যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহটি আটক করে। পরদিন আর একটি পুকুর থেকে হারানো সাইকেলটি উদ্ধার করা হয় বলে জানা যায়।

আরো হলার আটক

রঘুনাথগঞ্জ, ২১ জানুয়ারী—এনফোর্সমেণ্ট পুলিশ গতকাল আরো একটি বেআইনী হলার আটক করেছে। একটি জরুর গ্রামের আলতাবুদ্দিন মণ্ডলের। বিনা লাইসেনসে চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

মেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভও দেওয়া হয়)

১লা মাঘ—১৫ই মাঘ '৮৭

ধান ঃ বোরোধান রোয়ার কাজ এ পক্ষের মধ্যে শেষ করুন। সারের মাত্রা, চারার দূরত্ব ইত্যাদি জানার জন্য পৌষ মাসের প্রথম পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। গত মাসে রোয়া বোরো ধানের জমিতে পাশকাঠি ছাড়ার সময় স্বল্পমেয়াদী জাতে একরে ২০ কেজি, মাঝারি জাতের একরে ২৪ কেজি ও দেশী উন্নত জাতে একরে ১৬ কেজি হারে নাইট্রোজেন প্রথমবার চাপান সার হিসাবে দিন।

গম ঃ সবচেয়ে বেশি পাশকাঠি বের হওয়ার সময় এবং থোড় অবস্থায় সেচ দিন। সেচের জল যেন জমিতে না দাঁড়ায়।

আলু ঃ জলদি ও নাবি ধসা রোগ হলে গত পক্ষে বিজ্ঞাপনে দেওয়া মাত্রা অনুযায়ী ওষুধ দিন। প্রয়োজনে তৃতীয়বার ও চতুর্থবারও ওষুধ দিতে হতে পারে।

আখ ঃ বর্ষা শুরু না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ১৫ দিন পর পর মাটির অবস্থা বুঝে সেচ দিন। চারা বড় হলে গোড়ায় মাটি তুলে দিন। কার্তিকে লাগানো আখের ক্ষেতে ৯০ দিন পরে একরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন দ্বিতীয়বার চাপান সার হিসাবে দিন। যাঁরা কার্তিকে আখ লাগাননি তাঁরা এ পক্ষেও আখ লাগাতে পারেন।

তিল ঃ এ পক্ষে তিল বুনুন। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ জমি উপযুক্ত। ভাল জাত: বি-১৪, সি বি-১/এইচ. টি-১। সেচের সুবিধা থাকলে একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ দিন। আলুর জমিতে তিল চাষ করলে জমিতে সার না দিলেও চলে। বীজ লাগবে একরে ২½ থেকে ৩ কেজি। বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ইথাইল মারকিউরী ক্লোরাইড (যেমন এগ্রোসান জি এন) বা ম্যাঙ্কোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) গুঁড়ো মাখিয়ে বীজ শোধন করে নেবেন।

শাক-সবজি ঃ এ পক্ষে ঢ্যাড়স, মিষ্টি কুমড়ো, করলা, ঝিঙে, ফুটি, শসা ইত্যাদির বীজ লাগাতে পারেন। একরে বীজ লাগবে ঢ্যাড়স ৫-৬ কেজি; মিষ্টি কুমড়ো করলা, ঝিঙে, ফুটি ইত্যাদির ২ কেজি এবং শসার ১½ কেজি। এই সব সবজির জন্য জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ। ঢ্যাড়স ৪৫ × ৩০ সে. মি.; মিষ্টি কুমড়ো ১৮০ × ১৮০ সে. মি.; করলা ১৮০ × ৭৫ সে. মি.; ঝিঙে ১২০ × ১২০ সে. মি.; শসা ও ফুটি ১৫০ × ৯০ সে. মি. দূরত্বে লাগান।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

গ্রামীণ বাংলা ৮০ মেলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা বিভাগের কৃষক মেলা ও প্রদার্শনী, ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষাগার ও মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক চাষবাসের পদ্ধতি সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। আর দেখানো হয়েছে, বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী যা নির্মীয়মান হলদিয়া সারকারখানা থেকে উৎপাদিত হবে তার একটি তালিকা। এ ছাড়া এই প্যাভিলিয়নে রঙীন চিত্রাবলীর মাধ্যমে দেখানো হয় দুর্গাপুর সারকারখানার হর্টনস্ফীয়ার ও বারাউনি সার কারখানার কনভেয়র বেল্টের মাধ্যমে বস্তায় সার ভর্তির সুন্দর চিত্র। মণ্ডপে প্রদর্শিত সামগ্রীর মধ্যে অধিকাংশ দর্শকের মন জয় করে যে সব সুদৃশ্য বর্ণাঢ্য মডেল—যার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে : সার বিক্রয় কেন্দ্র, মাটি পরীক্ষার পদ্ধতি ও সার ব্যবহার করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করেন এমন সুখী সমৃদ্ধ কৃষক পরিবার।

ষ্টেশন বৈদ্যুতিকীকরণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এতদিনেও সাগরদীঘি ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটানো সম্ভব হয়নি। আজ সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। দৈনিক পাঁচ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হাওড়া বিভাগের অনুমোদন লাভ করেছে। অনতিবিলম্বে প্লাটফরমে বৈদ্যুতিক বাতির প্রবর্তন হবে বলে জানা গেছে।

রেশম শিল্পী আন্দোলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সংখ্যা ১২৯; তার মধ্যে শিল্পী ১০৬ জন। মূলধন ১৪ লক্ষ টাকা বাৎসরিক উৎপাদন ১৪/১৫ লক্ষ টাকা, লাভ গড়ে প্রায় ৪০ হাজার টাকা। লভ্যাংশের টাকা সমিতির উন্নয়নে ব্যয় করা হয়, মূলধনও বাড়ে। রিলিং সেন্টার মালদহে। বিবেকানন্দ রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘের শিল্পী ও সদস্য সংখ্যা ৪৩ জন। রিলারস ২৪ জন। রিলিফ সেন্টার রঘুনাথগঞ্জ থানার পানানগর গ্রামে। মূলধন এক লক্ষ টাকা, উৎপাদন পাঁচ লক্ষ টাকা। রঘুনাথগঞ্জ থানার পিয়ারাপুর গ্রামে রেশম শিল্পী বাস করেন প্রায় এক হাজার। খাদি কমিশনের নতুন সারকুলারের প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে শিল্পী পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমগ্র রেশম শিল্প। লক্ষ লক্ষ টাকার উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বসন্তের প্রকোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। বহু শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এই রোগে এখন পর্যন্ত পাঁচ বছর বয়সের একটি শিশু মারা গেছে।

সি পি আই কমিটি

আইনজীবি রবীন্দ্রনাথ দাসকে সম্পাদক করে সি পি আই এর ২১ সদস্যের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে সভাপতি ও কিষারী মণ্ডলকে সম্পাদক করে সর্বভারতীয় কিষনসভার ১৯ সদস্যের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভারতীয় ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ১৯ সদস্যবিশিষ্ট জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দোকড়িলাল দাস ও সুকুমার প্রসাদ। নারায়ণচন্দ্র দত্তকে সভাপতি এবং কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত ও নাটুলাল দাসকে যুগ্ম সম্পাদক করে ভারতীয় যুব সংগঠনের ২১ সদস্যের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও আজিমগঞ্জ থেকে ফরাক্কা অবধি রেলওয়ের হকারদের নিয়ে ৩৩ সদস্যের জঙ্গিপুর মহকুমা রেলওয়ে হকারস ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও নেপালচন্দ্র হালদার।

সরষে বেড়েছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

(১৩৭৫ একর) জমির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এই সুযোগ পাচ্ছেন। এবার মিনিকিট বিলি করা হয়েছে গম ৪০০০, আলু ১১০০, বোরো ১১৫০, ছোলা ৩২০০ ও সরষে ৪৭৪৮ (সবই উচ্চ ফলনশীল)। গম ও বোরো জমিতে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকে ৩৩০০ ও ১৩০০, সুতি ১ নং ব্লক ১২০০ ও ৯০০ এবং সাগরদীঘি ব্লকে ৫৫০০ ও ১৮০০ একরে। আগেই জানানো হয়েছে, এই বছরটি রবি ফসলের আদর্শ বছর। ফলে রবিশস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা এবার প্রচুর।

বোমা উদ্ধার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মোস্তফাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

রেলের লোহা উদ্ধার : পুলিশ সূত্রের আর একটি খবরে জানা গেছে, রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ সম্প্রতি দাসপাড়ার কাছে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে দুটি লরি আটকে ৯ টন রেলের চোরাই লোহা ও গলানো এ্যালুমিনিয়াম তার উদ্ধার এবং দুই লরিচালকসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

আমিও একদিন……

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জ্জী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার (৫ম তল)

৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।